

Date: 21.08.2017

Page: 01

বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষক ভাইদের করণীয়

চলতি আমন মঙ্গলুম্বে দেশের যে সকল অঞ্চলে বন্যা হয়েছে সেসব এলাকায় বন্যা পরবর্তী সময়ে
কৃষক ভাইদের করণীয়—

বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বা আংশিক হয়েছে এমন জমির ক্ষেত্রে—

—বন্যার পানিতে ভেসে আসা কচুরিপানা, পলি, বালি এবং আবর্জনা যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার
করতে হবে। বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর ৫-৭ দিন কাদাযুক্ত ধানগাছ পরিষ্কার পানি দিয়ে
প্রয়োজনে স্পেস মেশিন দিয়ে ধৈত করে দিতে হবে।

—বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরপরই সার প্রয়োগ করা ঠিক নয়, এতে ধানগাছ পচে ঘেতে
পারে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ১০ দিন পর ধানের চারায় নতুন পাতা গজানো শুরু হলে
বিদ্যা প্রতি ৮ কেজি ইউরিয়া ও ৮ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

- ২) উচু জমিতে যেখানে বন্যার পানি উঠেনি সেখানে রোপণকৃত বাড়ত আমন ধানের গাছ
(রোপণের ৩০-৪০ দিন পর) থেকে ২-৩টি কুশি রেখে বাকি কুশি সংযোগে শিকড়সহ তুলে
নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রে রোপণ করা যেতে পারে।
- ৩) যেসব এলাকায় বন্যায় উচু জমি তলিয়ে যাওয়ার কারণে বীজতলা করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে
আসমান অথবা দাপোগ বীজতলা তৈরি করে চারা উৎপাদন করা যেতে পারে।
- ৪) বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর খি উত্তীর্ণিত আলোক সংবেদনশীল উচুশী জাত যেমন-
বিআর৫, বিআর২২, বিআর২৩, খি ধান৪৪, খি ধান৪৬, খি ধান৪৮ এবং নাইজারশাইলসহ
স্থানীয় জাতসমূহ রোপণ করতে হবে। এছাড়া, খি উত্তীর্ণিত স্বল্প জীবনকাল সম্পর্ক জাত যি
ধান৫৭ ও খি ধান৬২ও রোপণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত বীজতলা করা
যাবে।

—তবে উল্লিখিত জাতসমূহ নাবীতে রোপণের ক্ষেত্রে প্রতি গোছায় চারার সংখ্যা ৪-৫টি এবং
রোপণ দূরত্ব ২০×১৫ সে.মি।

—বিলৰে রোপণের ফলে দ্রুত কুশি উৎপাদনের জন্য সুপারিশকৃত টিএসপি, জিপসাম ও
জিংকসহ ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) ইউরিয়া জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট
ইউরিয়া রোপণের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

- ৫) যেসব এলাকা পুনরায় বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কর্ম (উচু ও মধ্যম উচু)
সেসব জমিতে অক্ষুরিত বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে বপন করা যায়। সেক্ষেত্রে রোপণ
পদ্ধতির চেয়ে ৫-৭ দিন আগাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ৬) বন্যার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া ধানগাছের যাবতীয়া পরিচর্যা যেমন- আগাছা দমন, পোকা
মার্কড ও রোগাত্মক থেকে ক্ষমতা রক্ষা সুষম পরিমাণে সার প্রয়োগ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী
সম্পূরক সেতের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৭) বন্যা পরবর্তীতে চারাগাছ সম্পূর্ণভাবে মাটিতে লেগে যাওয়ার সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়াজনিত
পাতা পোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে সেক্ষেত্রে ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ৬০ গ্রাম
পটাশ সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।
- ৮) বন্যা-উত্তর গাছে মাজরা, বাদামি ও সাদা-পিঠ গাছ কফ্টিৎ, পাতা মোড়ানো এবং পামরি
পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য পোকা বিশেষে হাত জাল, পার্টিৎ এবং প্রয়োজন
হলে অনুমোদিত বৈটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ৯) দেশের উত্তরাঞ্চলে আগাম শীত আসার কারণে ১৫ সেল্টেবৰ এবং মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে ২০
সেল্টেবৰের পর আমন ধান রোপণ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে আগাম রবি ফসলের আবাদ
করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট



Date: 21.08.2017

Page: 01

বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষক ভাইদের করণীয়

চলতি আমন মঙ্গুমে দেশের যে সকল অঞ্চলে বন্যা হয়েছে সেসব এলাকায় বন্যা পরবর্তী সময়ে
কৃষক ভাইদের করণীয়—

বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বা আংশিক হয়েছে এমন জমির ক্ষেত্রে—

—বন্যার পানিতে ভেসে আসা বন্দুরিপানা, পলি, বালি এবং আবজনা যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার
করতে হবে। বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর ৫-৭ দিন কাদাযুক্ত ধানগাছ পরিষ্কার পানি দিয়ে
প্রয়োজনে স্পে মেশিন দিয়ে ধৈত করে দিতে হবে।

—বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরপরই সার প্রয়োগ করা ঠিক নয়, এতে ধানগাছ পচে ঘেতে
পারে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ১০ দিন পর ধানের চারায় নতুন পাতা গজানো শুরু হলে
বিদ্য প্রতি ৮ কেজি ইউরিয়া ও ৮ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

- ২) উচ্চ জমিতে যেখানে বন্যার পানি উঠেনি সেখানে রোপগুরুত বাঢ়ত আমন ধানের গাছ
(রোপগের ৩০-৪০ দিন পর) থেকে ২-৩টি কুশি রেখে বাকি কুশি সবজে শিকড়সহ তুলে
নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রে রোপণ করা যেতে পারে।
- ৩) যেসব এলাকায় বন্যায় উচ্চ জমি তলিয়ে যাওয়ার কারণে বীজতলা করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে
ভাসমান অথবা দাপোগ বীজতলা তৈরি করে চারা উৎপাদন করা যেতে পারে।
- ৪) বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর খি উত্তীর্ণিত আলোক সংবেদনশীল উচ্চশী জাত যেমন-
বিআর৫, বিআর২২, বিআর২৩, খি ধান৪৪, খি ধান৫৪ এবং নাইজারশাইলসহ
স্থানীয় জাতসমূহ রোপণ করতে হবে। এছাড়া, খি উত্তীর্ণিত স্বল্প জীবনকাল সম্পর্ক জাত খি
ধান৫৭ ও খি ধান৬২ও রোপণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৩০ আগষ্ট পর্যন্ত বীজতলা করা
যাবে।

—তবে উত্তীর্ণিত জাতসমূহ নারীতে রোপগের ক্ষেত্রে প্রতি গোছায় চারার সংখ্যা ৪-৫টি এবং
রোপণ দূরত্ব ২০×১৫ সে.মি।

—বিলবে রোপগের ফলে দ্রুত কুশি উৎপাদনের জন্য সুপারিশবৃত টিএসপি, জিপসাম ও
জিংকসহ ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) ইউরিয়া জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট
ইউরিয়া রোপগের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

- ৫) যেসব এলাকা পুনরায় বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কর (উচ্চ ও মধ্যম উচ্চ)
সেসব জমিতে অক্ষুরিত বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে বপন করা যায়। সেক্ষেত্রে রোপণ
পদ্ধতির চেয়ে ৫-৭ দিন আগাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ৬) বন্যার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া ধানগাছের যাবতীয় পরিচর্যা যেমন- আগাছা দমন, পোকা
মাবন্ড ও রোগাক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা, সুষম পরিমাণে সার প্রয়োগ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী
সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ৭) বন্যা পরবর্তীতে চারাগাছ সম্পূর্ণভাবে মাটিতে লেগে যাওয়ার সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়াজনিত
পাতা পোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে সেক্ষেত্রে ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ৬০ গ্রাম
পটাশ সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।
- ৮) বন্যা-উভয় গাছে মাজরা, বাদামি ও সাদা-পিঠ গাছ ফস্তি, পাতা মোড়ানো এবং পাচিং এবং প্রয়োজন
হলে অনুমোদিত কৌটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ৯) দেশের উভরাখলে আগাম শীত আসার কারণে ১৫ সেল্টেব্রের এবং মধ্য ও দিক্ষিণ অঞ্চলে ২০
সেল্টেব্রের পর আমন ধান রোপণ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে আগাম রবি ফসলের আবাদ
করা যেতে পারে।



বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট

ডিজি-১৪৭৬/১৭ (১০×৩)

দৈনিক ইত্তেজামাক

প্রতিদিন অবসরের মেসেন্স মাইক্রোফোন

Date: 22. 08.2017

Page: 20

বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষক ভাইদের করণীয়

চলতি আমন যাওয়ামে দেশের যেসকল অধিকলে বন্যা হয়েছে সেসব এলাকায় বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষক ভাইদের করণীয়—

- ১) বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বা আংশিক হয়েছে এমন জমির ক্ষেত্রে—
 - বন্যার পানিতে ভেসে আসা কচুরিপানা, পলি, বালি এবং আবর্জনা যত দ্রুত সন্তুষ্ট পরিকার করতে হবে। বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর ৫-৭ দিন কণ্দাযুক্ত ধান গাছ পরিকার পানি দিয়ে প্রয়োজনে স্প্রে মেশিন দিয়ে ধৌত করে দিতে হবে।
 - বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরপরই সার প্রয়োগ করা ঠিক নয়, এতে ধান গাছ পাচে ঘেটে পারে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ১০ দিন পর ধানের চারায় নতুন পাতা গজানো শুরু হলে বিধা প্রতি ৮ কেজি ইউরিয়া ও ৮ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- ২) উচ্চ জমিতে খেঁচে বন্যার পানি উঠেনি সেখানে রোপগুরুত বাড়ত আমন ধানের গাছ (রোপের ৩০-৪০ দিন পর) থেকে ২-৩টি বুশি রেখে বাকি বুশি সহজে শিকড়সহ তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রে রোপগ করা ঘেটে পারে।
- ৩) যেসব এলাকায় বন্যায় উচ্চ জমি তলিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বীজতলা করা সন্তুষ্ট নয় সেক্ষেত্রে তাসমান অথবা দাপোগ বীজতলা তৈরি করে চারা উৎপাদন করা ঘেটে পারে।
- ৪) বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর তি উভাবিত আলোক সংবেদনশীল উচৰণী জাত যেমন- বিআর১৫, বিআর১২২, বিআর১২৩, বি ধান৩৪, বি ধান৪৬, বি ধান৫৪ এবং নাইজারশাইলসহ ছানীয়া জাতসমূহ রোপণ করতে হবে। এছাড়া, তি উভাবিত স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাত বি ধান৫৭ ও বি ধান৬২৪ রোপণ করা ঘেটে পারে। এক্ষেত্রে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত বীজতলা করা যাবে।
 - তবে উল্লিখিত জাতসমূহ নারীতে রোপণের ক্ষেত্রে প্রতি গোছায় চারার সংখ্যা ৪-৫টি এবং রোপণ দূরত্ব 20×15 সে.মি।
 - বিলবে রোপণের ফলে দ্রুত বুশি উৎপাদনের জন্য সুপারিশকৃত টিএসপি, জিপসাম ও জিংকসহ ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) ইউরিয়া জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া রোপণের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।
- ৫) যেসব এলাকা পুনরায় বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ার সন্তাবনা কম (উচ্চ ও মধ্যম উচ্চ) সেসব জমিতে অক্ষুরিত বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে বপন করা যায়। সেক্ষেত্রে রোপণ পদ্ধতির চেয়ে ৫-৭ দিন আগাম হওয়ার সন্তাবনা থাকে।
- ৬) বন্যার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া ধান গাছের ঘাবতীয়া পরিচর্যা যেমন- আগাছা দমন, পোকা মাকড় ও রোগাকারণ থেকে ফসল রক্ষণা, স্থায় পরিমাণে সার প্রয়োগ এবং প্রয়োজন অন্যান্য সম্পূর্ণক সেচের ব্যবহাৰ করতে হবে।
- ৭) বন্যা পরবর্তীতে চারাগাছ সম্পূর্ণভাবে মাটিতে লেপে যাওয়ার সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে সেক্ষেত্রে ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ৬০ গ্রাম পটাশ সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।
- ৮) বন্যা পরবর্তী সময়ে গাছে মাজরা, বাদামি ও সাদা-পিণ্ঠ গাছ ফড়ি, পাতা মোড়ানো এবং পামরি পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য পোকা বিশেষে হাত জাল, পার্টিং এবং প্রয়োজন হলে অনুমোদিত বীটনশুক ব্যবহার করা ঘেটে পারে।
- ৯) দেশের উত্তরাঞ্চলে আগাম শীত আসার কারণে ১৫ সেটেম্বর এবং মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে ২০ সেটেম্বরের পর আমন ধান রোপণ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে আগাম রবি ফসলের আবাদ করা ঘেটে পারে।



বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট